ফাইলেরিয়া রোগীদের চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ক

নির্দেশিকা

ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

DGHS. MOH&FW
BANGLADESH

LSTM
LIVERPOOL SCHOOL
OF TROPICAL MEDICINE

পরিমার্জনে:

অধ্যাপক (ডাঃ) সানিয়া তহমিনা
পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ) ও
লাইন ডাইরেক্টর, সিডিসি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ডাঃ মোঃ আব্দুস সবুর
উপ-পরিচালক, (সিডিসি)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ডাঃ মোহাম্মদ জহিরুল করিম
ডিপিএম, ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ডাঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট, ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

এ এস এম সুলতান মাহমুদ
কনসালটেন্ট, ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

মাহমুদ হাসান
ফিল্ড সুপারভাইজার, ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

শামীমা সুলতানা
কম্পিউটার অপারেটর, ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ভূমিকা

বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় বহু সংখ্যক লোক ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত ও বিকলাঙ্গ হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন মোতাবেক বছরে একবার করে ঔষধ সেবনে এ রোগ নির্মূল করা সম্ভব। আক্রান্ত বিকলাঙ্গ রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ ও উপদেশ মেনে চললে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে।

রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কর্তৃক প্রণীত এই গাইড বইটি যুগোপযোগী। গাইড বইটি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, সিএইচসিপি, পরিবার কল্যাণ সহকারীসহ স্বাস্থ্য কর্মী ও রোগীদের জন্য রোগ নির্মূলে ও আধুনিক চিকিৎসায় সহায়ক এবং ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনপূর্বক ভবিষ্যতে এর মান উন্নয়নে যে কোন ধরনের পরামর্শ বিবেচিত হবে।

ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ রোগ

ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ রোগ বাংলাদেশের একটি অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা যা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বোঝা স্বরূপ। বিশ্বের ৭৩ টির ও বেশী দেশে এ রোগ বিদ্যমান। অপুষ্টি, দারিদ্রতা, সামাজিক অবস্থান, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও বসতবাড়ীর নোংরা পরিবেশ, ঘন-বসতি, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব ইত্যাদি এই রোগ সংক্রমনের জন্য দায়ী।

১৯৯৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২০ সালের মধ্যে সারা বিশ্ব থেকে ফাইলেরিয়াসিস নির্মূলের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালে মধ্যে বাংলাদেশ হতে এই রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে কাজ করছে। ইতিমধ্যে আক্রান্ত প্রায় ৩.৫ লক্ষ লোকের মধ্যে গোদ রোগ নানামাত্রায় বিরাজ করছে। এই গোদ রোগ সাধারণত ভাল হয় না বলে যথাযথ সুশ্রুষার মাধ্যমে রোগাক্রান্তদের জীবন সহনীয় করা যেতে পারে।

ফাইলেরিয়াসিস কি?

ফাইলেরিয়াসিস একটি মশা বাহিত সংক্রামক ব্যাধি। বিভিন্ন ধরনের ফাইলেরিয়াল প্যারাসাইট বা পরজীবি শরীরে প্রবেশ করলে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরজীবী একজন রোগী হতে আরেকজন সুস্থ লোকের শরীরে কয়েক প্রজাতির স্ত্রী জাতীয় মশার কামড়ে সংক্রামিত হয়।

কোন কোন এলাকায় এই রোগ বিদ্যমান?

বাংলাদেশ, ভারত, চীন, শ্রীলংকা, জাপান, ব্রাজিল, আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিন আমেরিকাতে ফাইলেরিয়াসিস রোগের প্রাদূর্ভাব বেশী। বাংলাদেশে ষাটের দশকের আগে থেকেই এ রোগ বিদ্যমান। দেশের বর্তমানে ৩৪ জেলায় এ রোগ বিদ্যমান। তবে ১৯টি জেলায়- পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, বরিশাল পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলায় এ রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

এই রোগের লক্ষণ কি?

এই রোগের লক্ষন চার ভাবে প্রকাশ ঘটে ঃ

১) লক্ষণহীন (Asymptomatic)

২) তাৎক্ষনিক (Acute)

৩) দীর্ঘসূত্রী (Chronic)

৪) দীর্ঘসূত্রীর মধ্যে তাৎক্ষণিক (Acute on chronic)

ক) লক্ষণহীন (Asymptomatic) ঃ জীবাণু দেহে প্রবেশের পর অনেক ক্ষেত্রে ৩-৫ বছর কোন লক্ষণ দেখা দেয় না। তবে জীবাণুটি বিশেষত: লসিকা (Lymph) গ্রন্থি ও নালীর ক্রমাগত ক্ষতি করে। চিকিৎসা না করালে নানা ধরনের জটিলতাসহ পর্যায়ক্রমে বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়।

খ) তাৎক্ষনিক (Acute) ঃ কারও বেলায় তাৎক্ষনিক লক্ষণ দেখা যায়, যেমন- চর্মরোগ, ত্বক চুলকানো, চামড়া লাল ও চাকা চাকা হওয়া, জ্বর, কাশি, শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি। চিকিৎসা না করালে আক্রান্ত অঙ্গ ফুলে বিকৃত হয়ে যায়।

গ) দীর্ঘসূত্রী (Chronic) ঃ দীর্ঘসূত্রী বা ক্রনিক আক্রান্ত রোগী সবার চোখে পড়ে। মশার কামড়ের পর আক্রান্ত অঙ্গ মোটা হয়ে বিকৃত হতে প্রায় ৩-৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ২০ বছর সময় লাগে। সাধারণত: হাত, পা, অন্ডকোষ, যৌনাঙ্গ, স্তন, ফুলে বিকৃত হয়ে যায়। ফাইলেরিয়াসিস অধ্যুষিত এলাকায় অন্ডকোষ বড় হওয়া (**Hydrocele**) ফাইলেরিয়াসিসের অন্যতম লক্ষণ। সাধারণতঃ ১১-১৫ বছর বয়সীদের **Hydrocele** বেশী দেখা দেয়।

ঘ) দীর্ঘসূত্রীর মধ্যে তাৎক্ষণিক (Acute on chronic) ঃ কিছু কিছু ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী রোগীর আক্রান্ত অঙ্গে হঠাৎ প্রদাহ হয়ে ত্বক লাল হয়, প্রচন্ড জ্বর, মাথা ব্যথা দেখা দেয়। তাদের সাথে সাথে চিকিৎসক/স্বাস্থ্য কর্মী/ নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিকে যোগাযোগ করতে হবে।

ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল পদ্ধতি (Filariasis Elimination strategy) কি ?

১. এই রোগের জন্য সবাইকে বছরে একবার করে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে Tab. DEC সহ Tab. Albendazole 400mg পর পর ৪-৬ বছর খেতে হবে। একে বলে গণঔষধ সেবন বা Mass Drug Administration (MDA).

বয়স অনুসারে ঔষধের ডোজ নিম্নরূপ ঃ

বয়স	**Tab. DEC** (১০০ মি: গ্রা:) (সংখ্যা)	**Tab. Albendazole** (৪০০ মি:গ্রা:) (সংখ্যা)
> ২-৮ বছর	১	১
> ৮-১২ বছর	২	১
১২ বছরের অধিক	৩	১

কে এই ঔষধ খাবে না?

মনে রাখতে হবে

- ২ বছরের কম বয়সের শিশু
- গুরুতর অসুস্থ শয্যাশায়ী ব্যক্তি
- গর্ভবতী মহিলা এই ওষুধ খাবে না।

এই ঔষধ সেবনে কি কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়?

এই ঔষধের তেমন কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই বললেই চলে। তবে খুব নগণ্য সংখ্যক লোকের মধ্যে ওষুধ সেবনের পর মাথাব্যথা, বমিবমি ভাব, বমি, পাতলা পায়খানা, শারীরিক দূর্বলতা এবং পায়খানার সাথে কৃমি বের হতে পারে। এসব প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, ক্ষণস্থায়ী, এতে ভয়ের কোন কারণ নেই। ঔষধ সেবনের ১০ দিনের মধ্যেই এসব প্রতিক্রিয়ার ভাব দূর হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বিশ্রামে ঔষধ সেবনকারীরা সুস্থতা বোধ করেন। যাদের শরীরে ফাইলেরিয়ার জীবাণু বেশি এবং উক্ত জীবাণু ও কৃমি মারা যাওয়ার কারণে তাদের এ ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। জীবাণু মারা যাওয়ার কারণে পরবর্তীতে তাদের আর এধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না এবং ক্রিমিও নিধন হবে। এরপরও প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

ফাইলেরিয়াসিসে আক্রান্ত বিকলাঙ্গ রোগীদের চিকিৎসাঃ

এজন আক্রান্ত রোগী পর্যায়ক্রমে বিকলাঙ্গ হয়। আক্রান্ত রোগীদের পায়ে বিকলাঙ্গ হওয়ার পর্যায় সমূহ নিম্নরূপঃ

স্টেজ - ১ (১ম পর্যায়)

ফোলা অঙ্গটি বিশ্রামে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

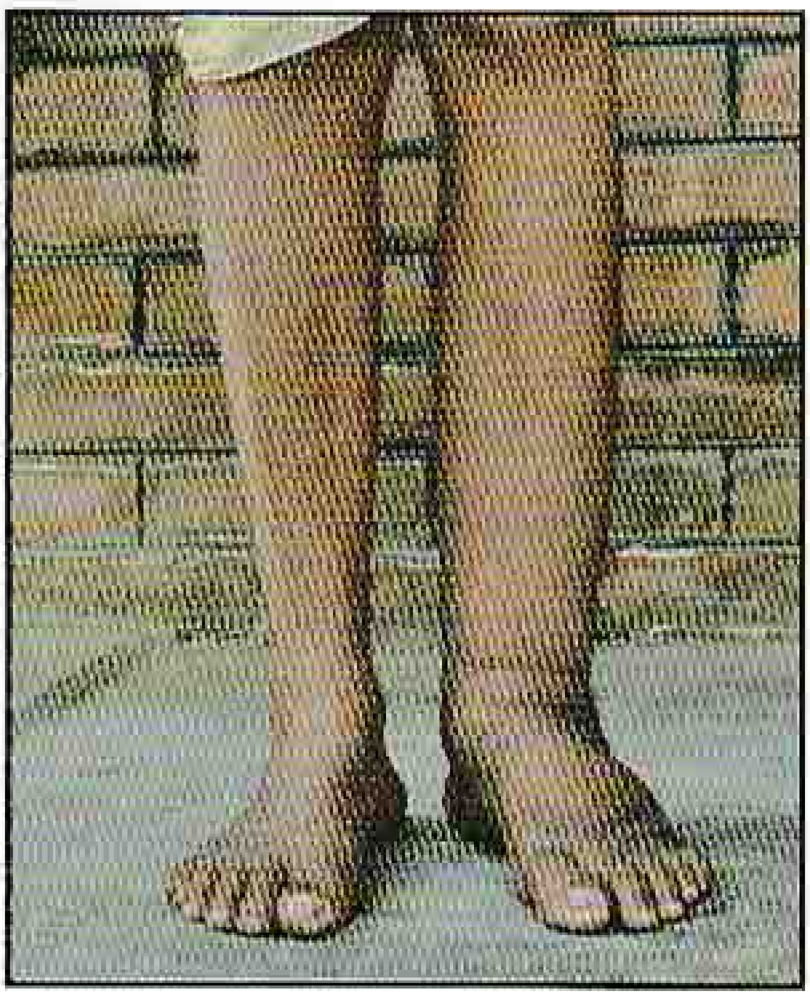

স্টেজ - ২ (২য় পর্যায়)

ফোলা অঙ্গটি বিশ্রামে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় না।

স্টেজ - ৩ (৩য় পর্যায়)

ফোলা অঙ্গটি বিশ্রামে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় না। তাছাড়া ত্বকে হালকা ভাঁজ (Shallow skin fold) দেখা দেয়।

স্টেজ - ৪ (৪র্থ পর্যায়)

ত্বকে ছোট বলের ন্যায় চাকা (knob) দেখা দেয়।

স্টেজ - ৫ (৫ম পর্যায়)

ত্বকে গভীর ভাঁজ (Deep skin fold) দেখা দেয়।

স্টেজ - ৬ (৬ষ্ঠ পর্যায়)

রোগীর পায়ের ত্বকে বিশেষ করে আঙ্গুলের উপরিভাগে ভাঁজসহ আঁচিল বা পিন্ড দেখা দেয় যাকে "Mossy" বা অমসৃণ পা বলা হয়।

স্টেজ - ৭ (৭ম পর্যায়)

আক্রান্ত অঙ্গ ফুলে এমন পর্যায়ে যায় যখন রোগী অন্যের সহযোগিতা ছাড়া একাকী তার দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ কর্ম যেমন হাঁটা-চলা, গোসল, রান্না-বান্না ইত্যাদি করতে পারে না।

ফাইলেরিয়াসিসে আক্রান্ত অন্যান্য অঙ্গসমূহঃ

ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত হাত, আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছত্রাকজনিত প্রদাহ

পায়ের আঙ্গুলের ভাঁজে ভাঁজে প্রদাহ

অস্বাভাবিক ফুলে যাওয়া অন্ডকোষ

দীর্ঘমেয়াদীর মধ্যে তাৎক্ষণিক আক্রান্ত পা (ADLA)

অস্বাভাবিক ফুলে যাওয়া স্তন

ফাইলেরিয়াসিসে আক্রান্ত বিকলাঙ্গ রোগীর করণীয়

ফাইলেরিয়াসিসে আক্রান্ত বিকলাঙ্গ রোগী কিভাবে চিকিৎসা করবেন ?

ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত বিকলাঙ্গ রোগীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করলে রোগীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাড়ীতে চিকিৎসা সেবা নিতে পারবে। একে অপরকে সহযোগীতা করবে। *মনে রাখতে হবে এ রোগ ছোঁয়াচে নয়।*

এই সহজ চিকিৎসার জন্য রোগীকে অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিকে এসে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সিএইচসিপি, পরিবার কল্যাণ সহকারী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, আক্রান্ত অঙ্গের পরিচর্যা ও ব্যায়ামসহ অন্যান্য সেবা নেবেন। এতে তারা সুস্থ জীবন যাপন করবে। তাদের করণীয় সমূহ নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

করনীয় - ১

সাবান ও পরিস্কার পানি দিয়ে পা/ আক্রান্ত অঙ্গ ধৌত করণ

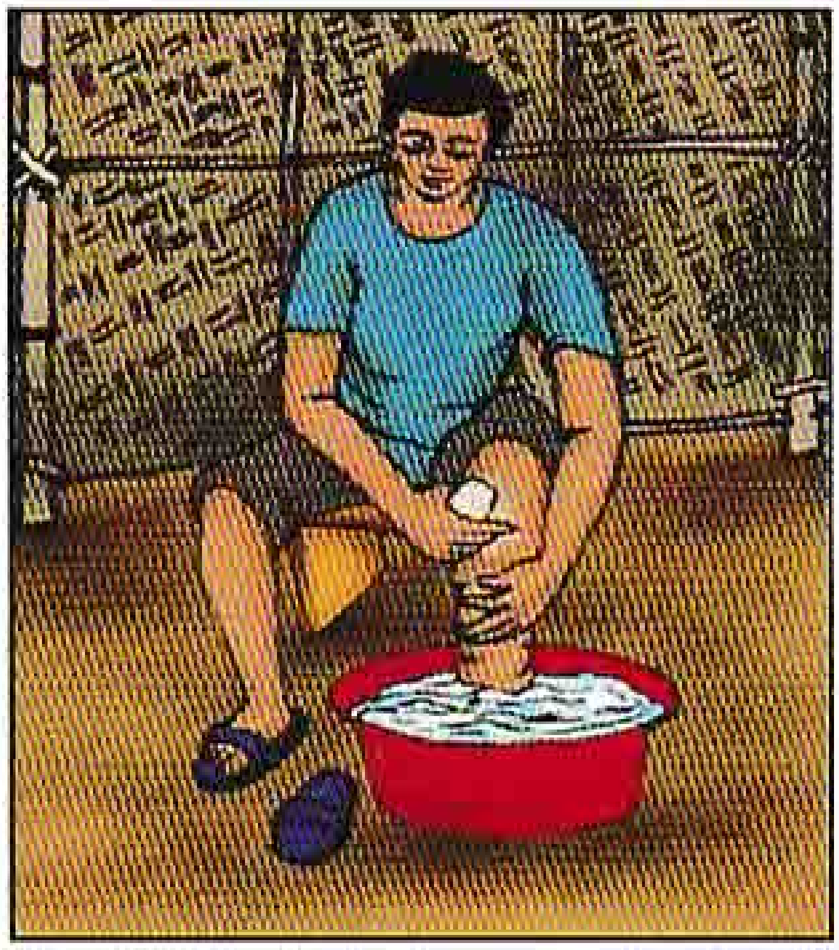

রোগী নিজেই নিজের পা পরিস্কার করছেন

অন্ততঃ দৈনিক ২ বার সাবান পানি দিয়ে আক্রান্ত অঙ্গ পরিস্কার করলে রোগী অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা চলা, দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারবে। এতে ফোলা অঙ্গটির ফোলা আর বাড়বে না কিংবা ব্যথা অনুভূত হওয়া থেকে রেহাই পাবে এবং আক্রান্ত অঙ্গে প্রদাহ থাকবে না।

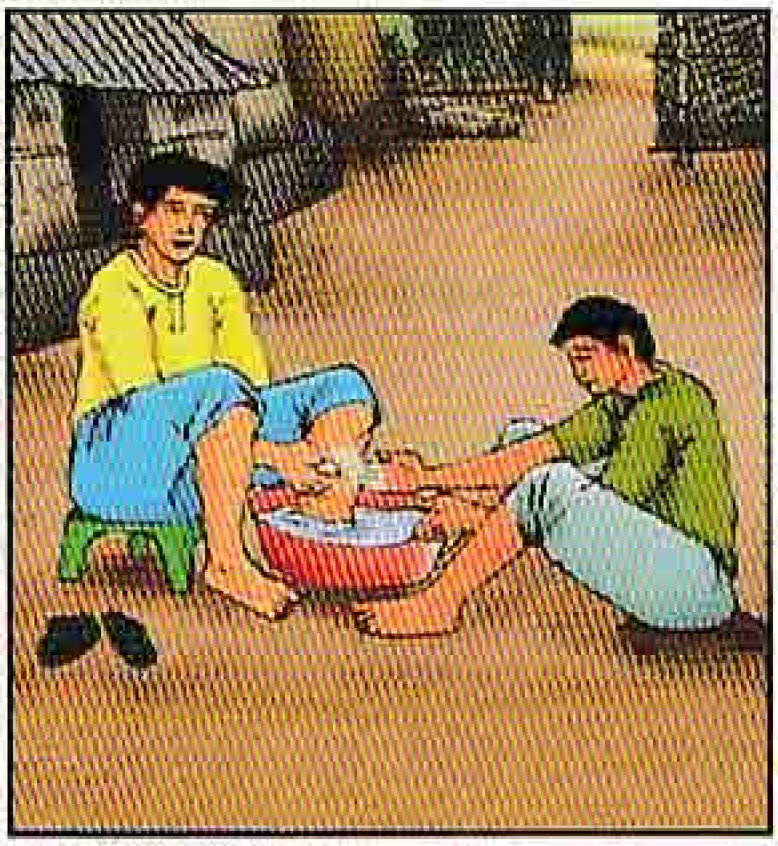

রোগীর পা ধৌতকরণে অন্যের সহযোগীতা

পরিস্কার নরম টুকরা কাপড় দিয়ে প্রতিটি ভাঁজ, আঙ্গুলের ফাঁক ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে কিন্তু ঘষাঘষি করা যাবে না। এ কাজ রোগী নিজে নিজে করতে না পারলে আত্নীয় কিংবা প্রতিবেশী তাকে সাহায্য করতে পারেন। রোগীকে এ কাজে সাহায্য করলে সুস্থ্য ব্যক্তির ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

করনীয় - ২

পরিস্কার কাপড় ব্যবহার করে রোগী তার আক্রান্ত/ফোলা পা ও পায়ের ভাঁজ এবং আঙ্গুলের ফাঁক শুকাচ্ছে

সাবান পানি দিয়ে ধোয়ার পর আক্রান্ত অঙ্গ, আঙ্গুলের ফাঁক এবং প্রতিটি ভাজ পরিস্কার নরম কাপড় দিয়ে হালকা ভাবে চেপে চেপে শুকাতে হবে। এ কাজ করতে গিয়ে যেন কোন ভাবেই ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি না হয়।

যদি আঙ্গুলের ফাঁকে বা ত্বকে ক্ষত থাকে তবে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে ছত্রাকনাশক/ জীবাণুনাশক (Antifungal/ Antibiotic) মলম লাগাতে হবে।

করনীয় - ৩

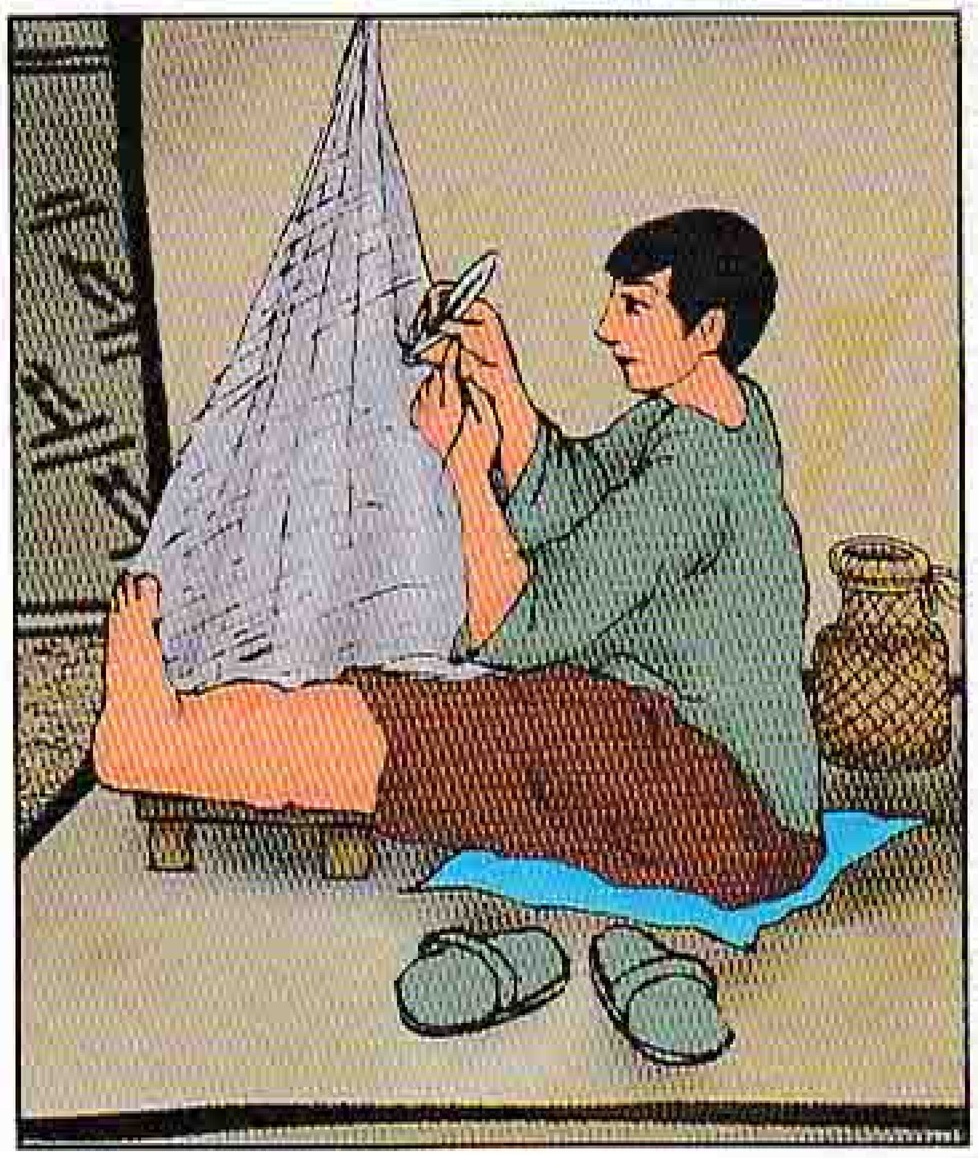

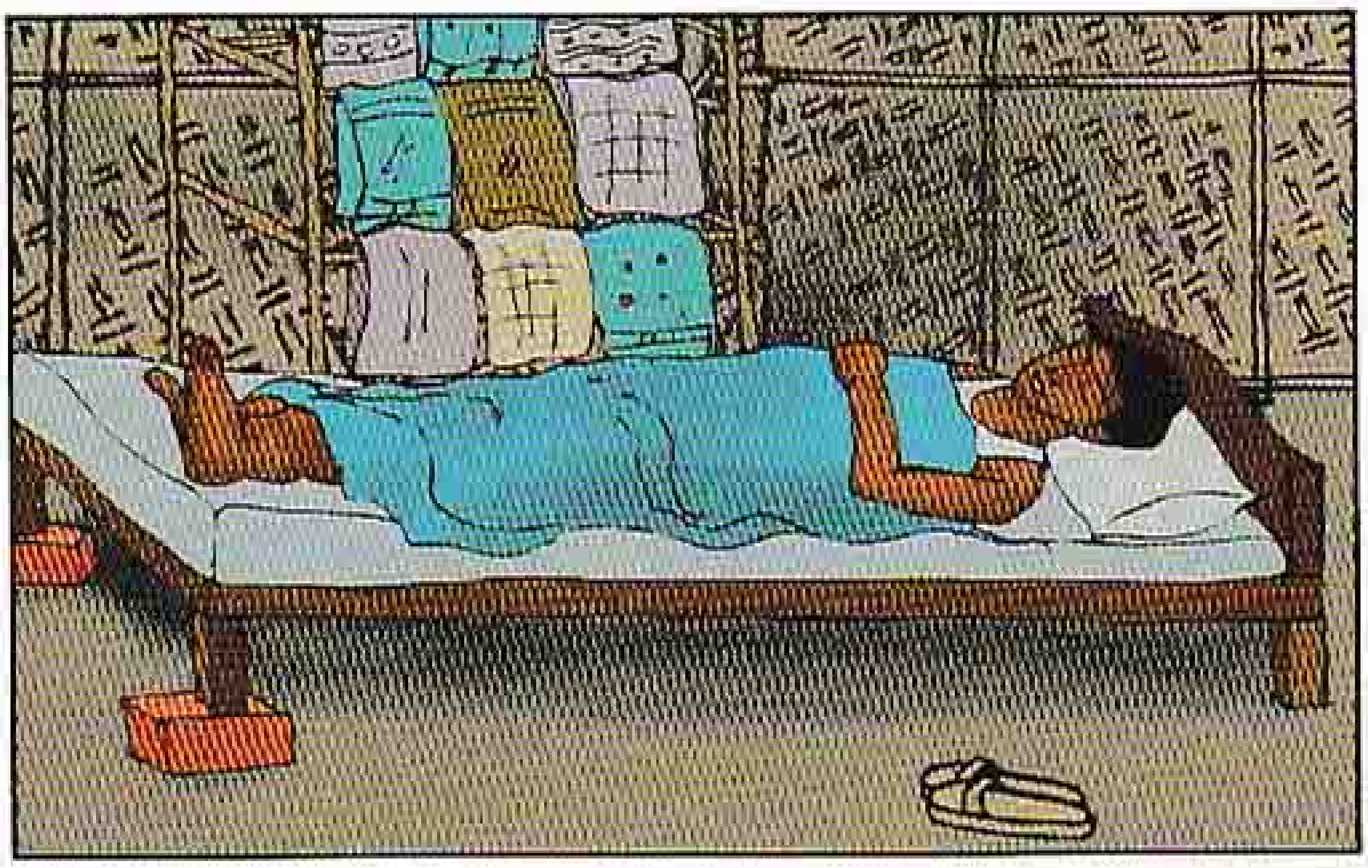

সবসময় আক্রান্ত অঙ্গকে উপরের দিকে রাখতে হবে
আক্রান্ত অঙ্গ উপরের দিকে রেখে সহজেই অনেক কাজ করা যায়

দিনে রাতে কাজ-কর্মের সময়, বিশ্রামের সময় বা রাতে শোবার সময় যতটা সম্ভব আক্রান্ত পা আরামদায়ক ভাবে শরীরের চেয়ে কিছুটা উচুঁতে উপরে তুলে রাখতে হবে। এতে পা ফোলা আর বাড়বে না এবং দৈনন্দিন কাজ কর্ম অনেকটা সহজে করা যাবে।

করনীয় - ৪

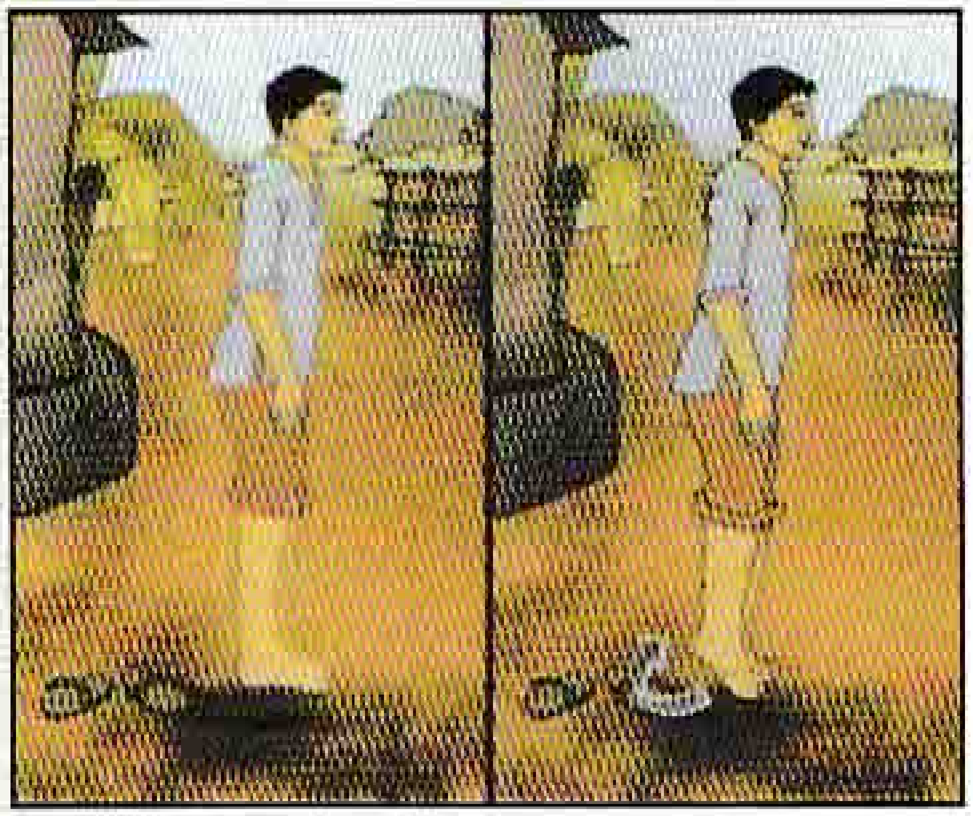

নিয়মিত আক্রান্ত অঙ্গের ব্যায়াম করতে হবে।

দিনে রাতে নিয়মিত অন্তত ৩ বার আক্রান্ত অঙ্গের হালকা ব্যায়াম করতে হবে। এতে আক্রান্ত পায়ের লসিকা সঞ্চালনের উন্নতি হবে এবং হাঁটাচলা সহজ হবে।

করণীয় - ৫

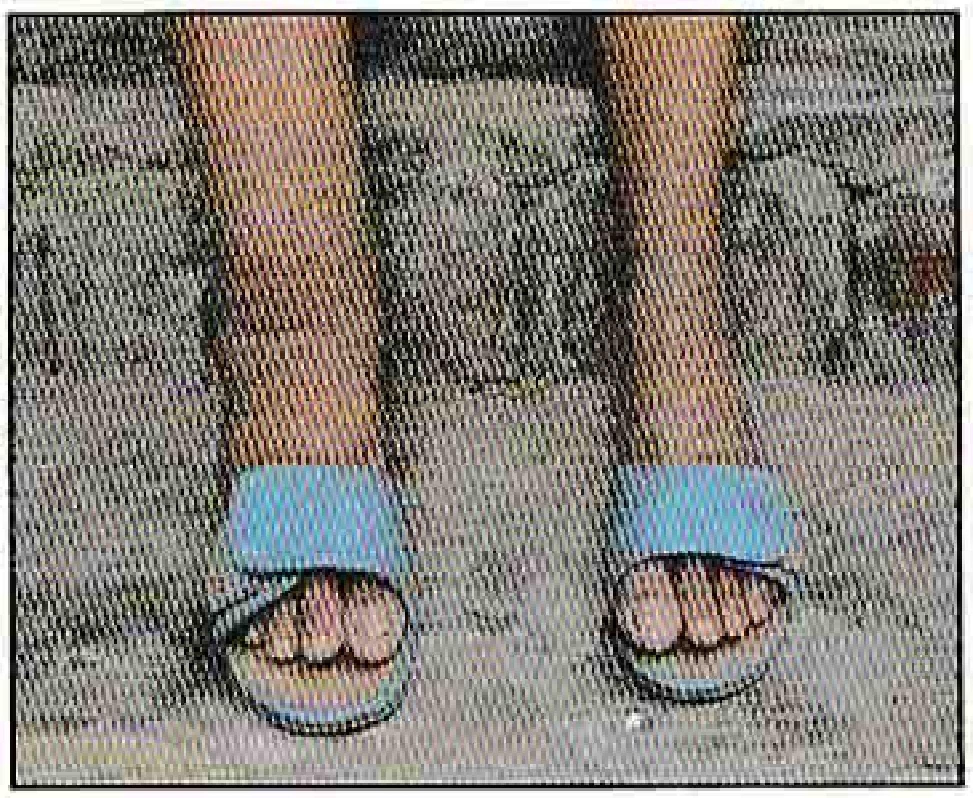

খোলামেলা ও আরামদায়ক স্যান্ডেল পড়তে হবে।

আক্রান্ত পা পরিস্কার রাখতে হবে। যতটুকু সম্ভব খোলা স্যান্ডেল ব্যবহার করতে হবে, যাতে পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে আঘাত না লাগে ও পায়ে বাতাস চলাচল ব্যাহত না হয়।

নিয়মিত আক্রান্ত অঙ্গের ব্যায়াম করুন ঃ

১। হাতটি দেয়ালে রেখে আস্তে আস্তে উঠান এবং আস্তে আস্তে নামান-
এভাবে ১৫ থেকে ২০ বার- সকাল-বিকাল

- কনুই সব সময় দেয়ালে রাখতে পারলে ভাল হয়

ক

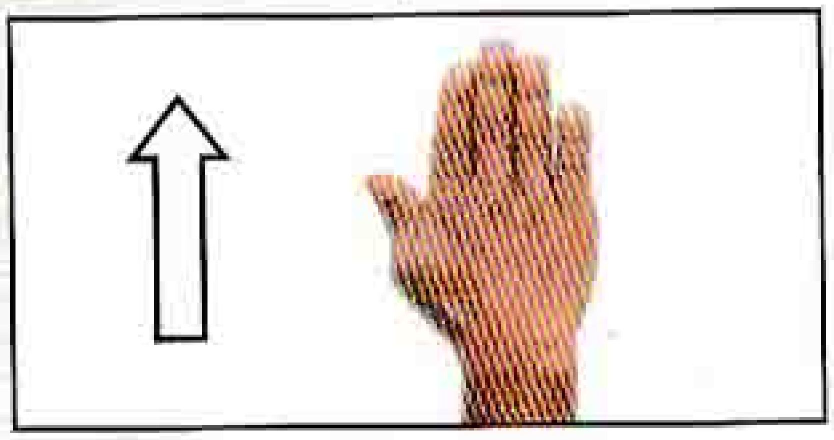

খ

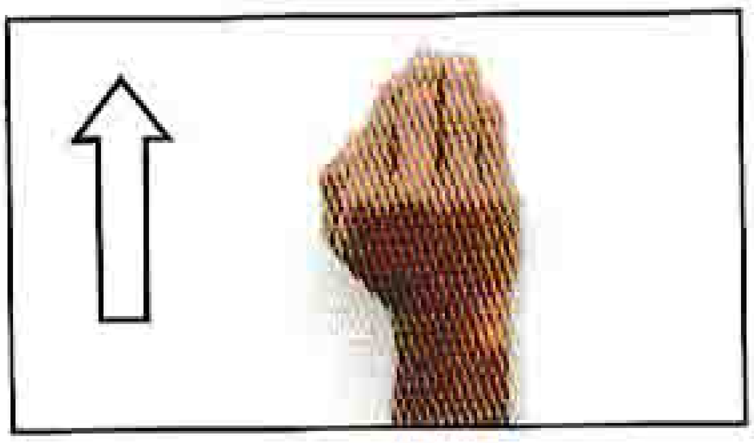

গ

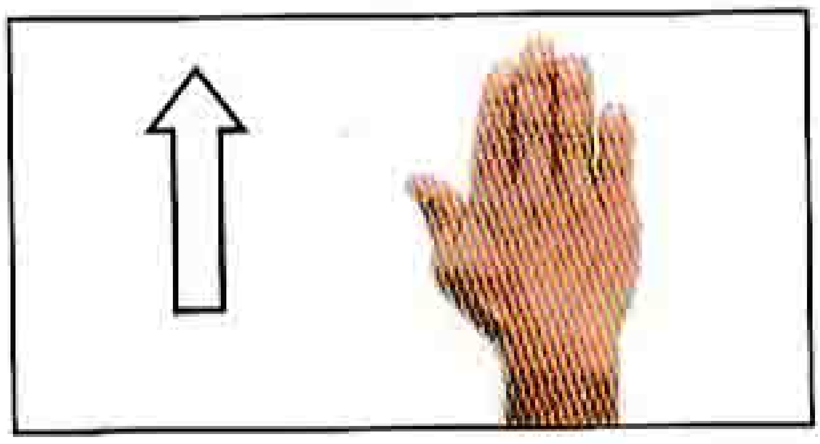

২। হাতটি মুষ্ঠি করে আস্তে আস্তে হাতের কব্জি ঘুরান। বাম থেকে ডানে- এভাবে ১৫ থেকে ২০ বার/ডান থেকে বামে এবং বাম থেকে ডানে ১৫ থেকে ২০ বার- সকাল-বিকাল

ক

খ

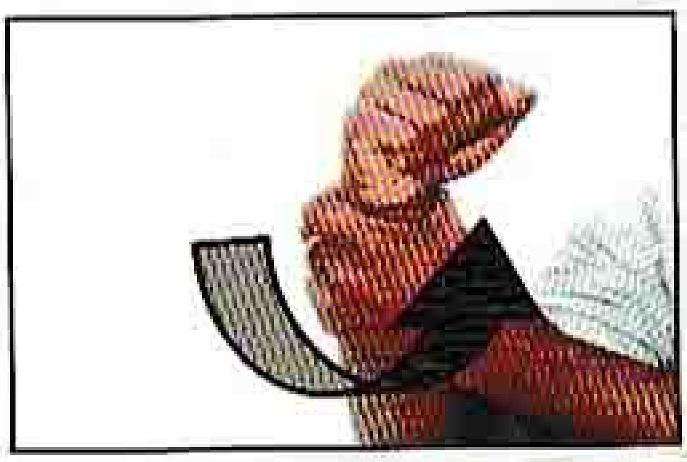

গ

৩। আস্তে আস্তে আঙ্গুল মুষ্ঠি করুন এবং আস্তে আস্তে আঙ্গুল খুলুন-
এভাবে ১৫ থেকে ২০ বার- সকাল-বিকাল

ক

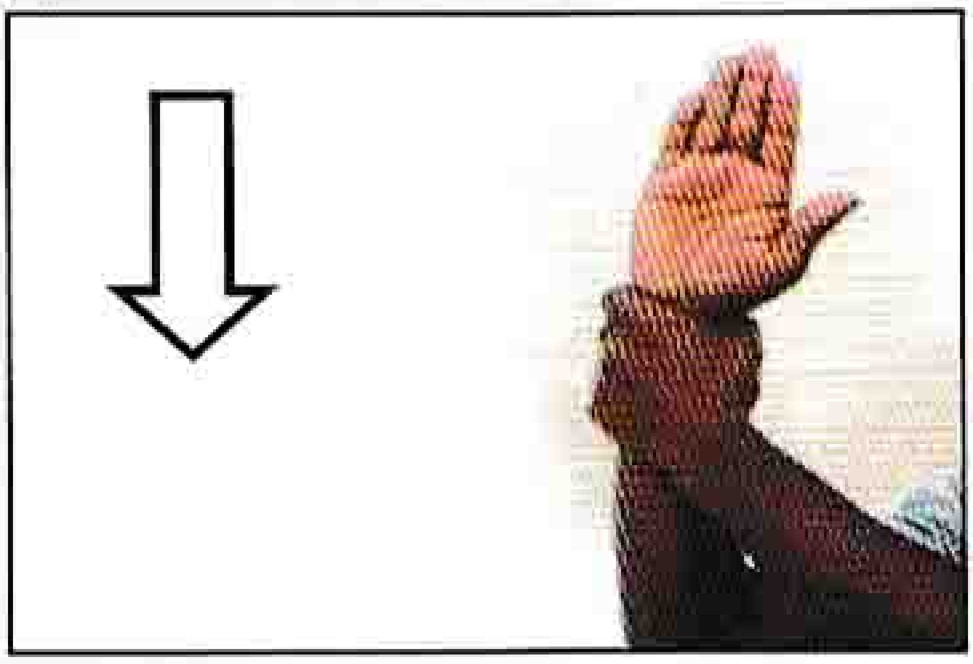

খ

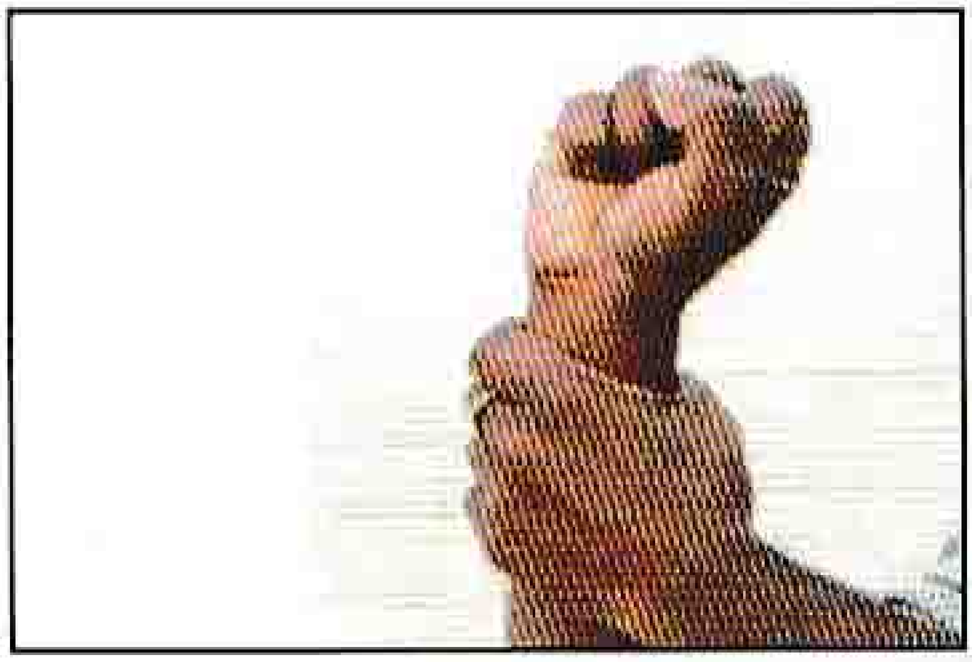

গ

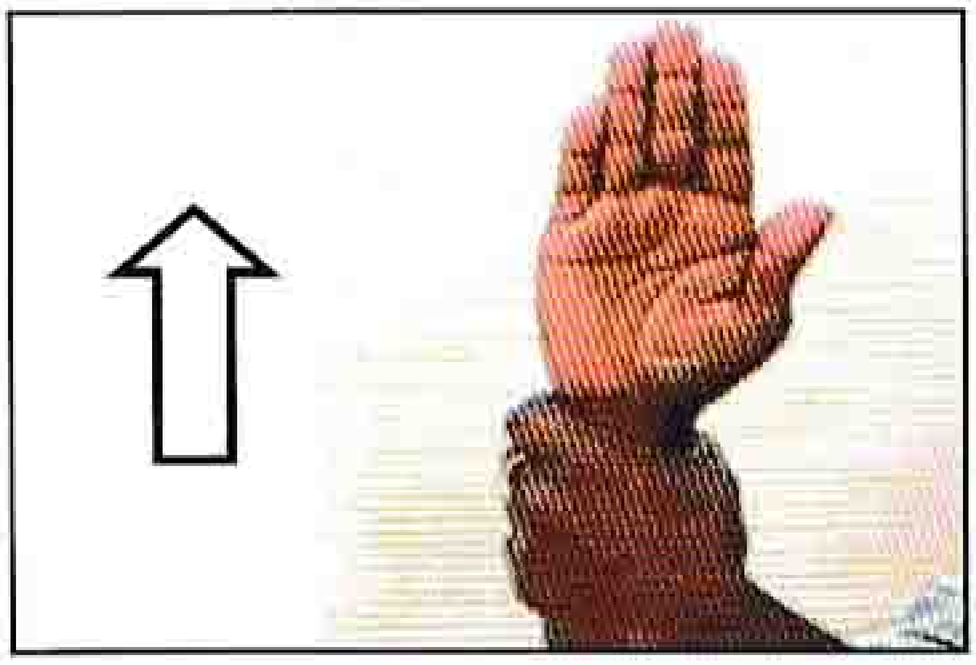

৪। হাতটি কনুই থেকে তালু পর্যন্ত টেবিলের উপর রেখে আস্তে আস্তে মুষ্ঠি বাঁধুন। তারপর আস্তে আস্তে উঠানামা করুন এবং আস্তে আস্তে মুষ্ঠি খুলুন-
এভাবে ১৫ থেকে ২০ বার- সকাল-বিকাল

ক

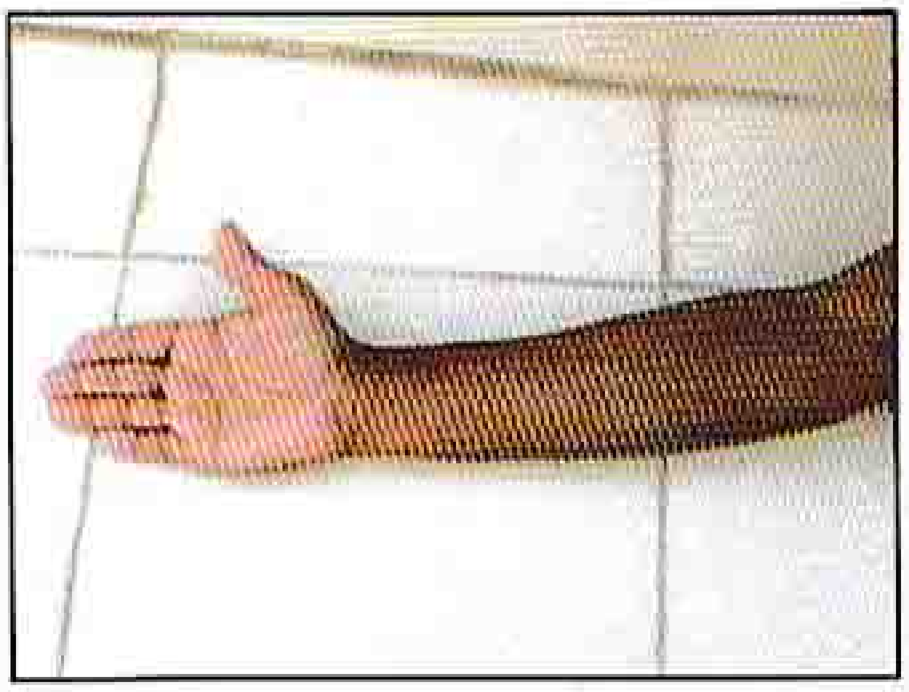

খ

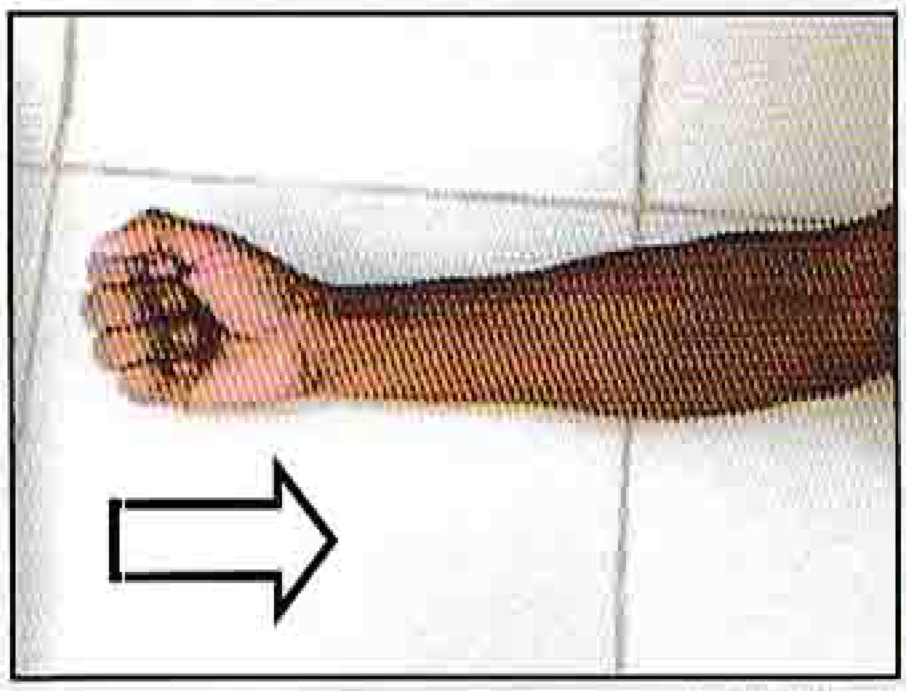

গ

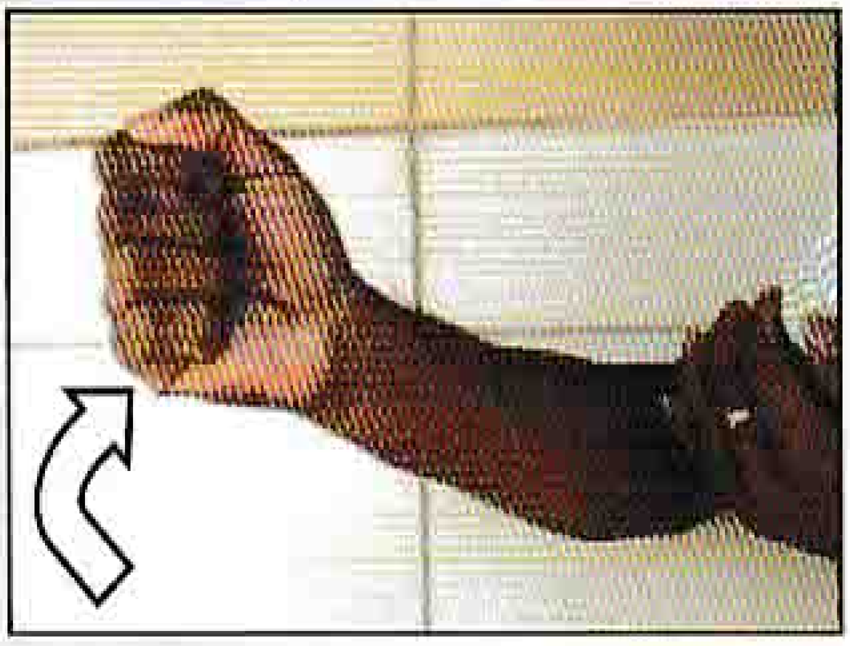

ঘ

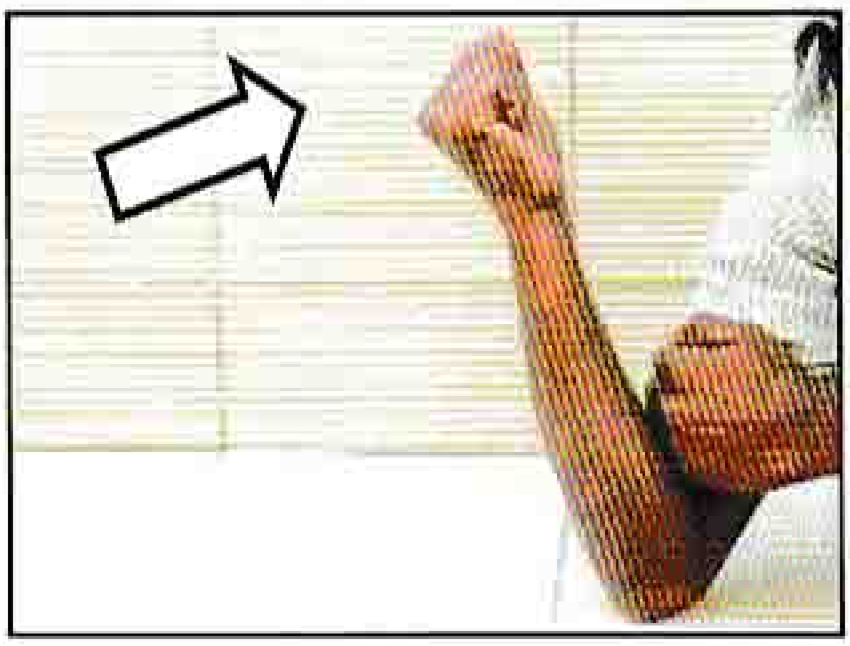

ঙ

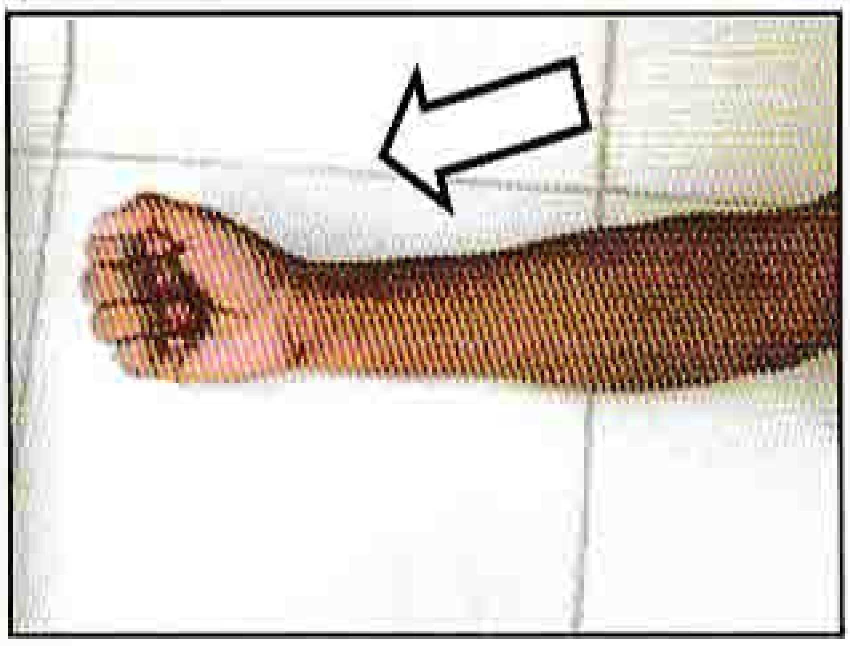

চ

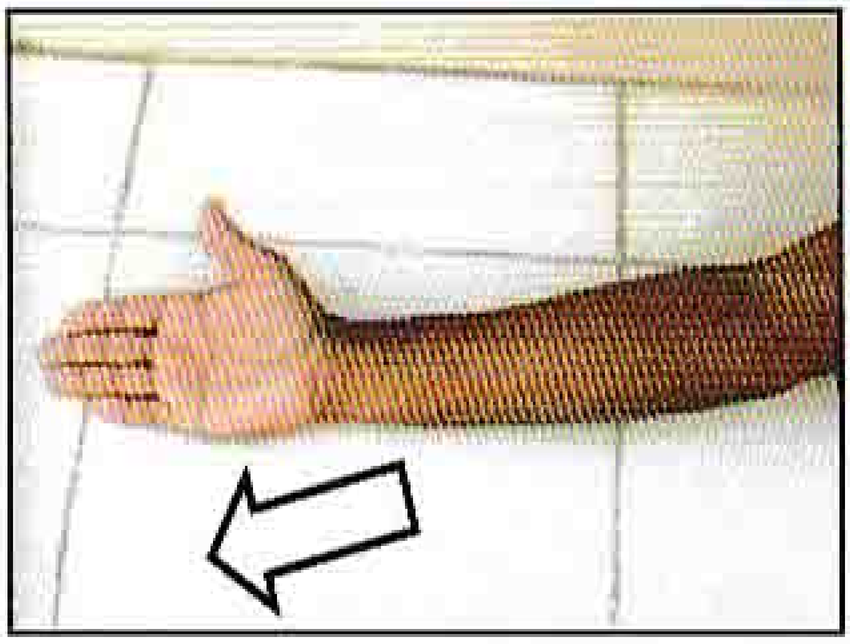

নিয়মিত আক্রান্ত অঙ্গের ব্যায়াম করুন

১। আস্তে আস্তে পা উপর ও নিচ করুন-
এভাবে ১৫ থেকে ২০ বার- সকাল-বিকাল

ক

খ

গ

২। পায়ের গোড়ালি আস্তে আস্তে ঘুরান-বাম থেকে ডানে-
এভাবে ১৫ থেকে ২০ বার- সকাল-বিকাল
ডান থেকে বামে- এভাবে ১৫ থেকে ২০ বার- সকাল-বিকাল

ক

খ

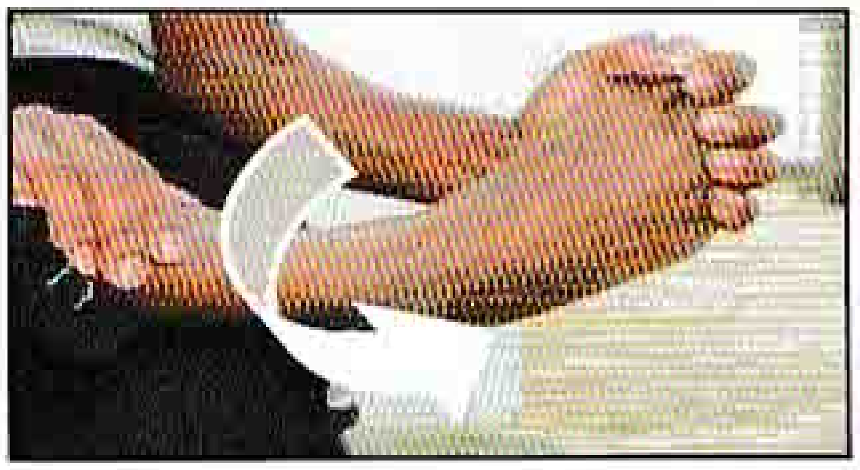

গ

৩। আস্তে আস্তে সামনে থেকে পিছনে ঘুরান-
এভাবে ১৫ থেকে ২০ বার- সকাল-বিকাল

ক

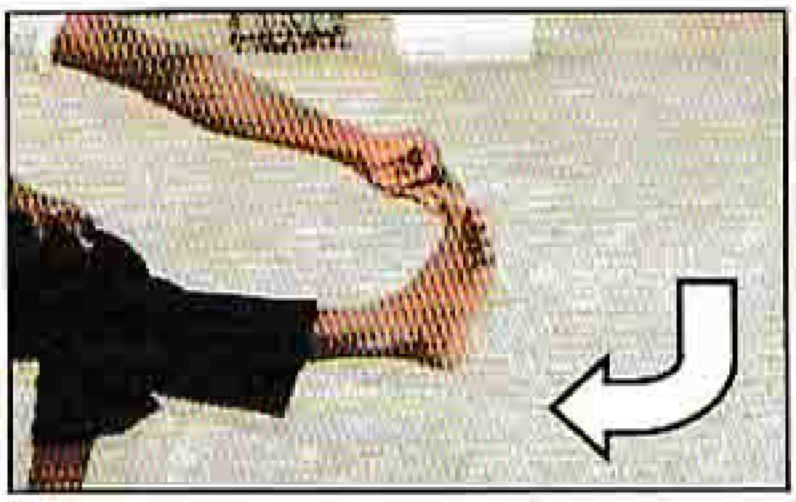

খ

গ

৪। পা উঠিয়ে গোড়ালি আস্তে আস্তে ঘুরান- বাম থেকে ডানে-
এভাবে ১৫ থেকে ২০ বার- সকাল-বিকাল
ডান থেকে বামে- এভাবে ১৫ থেকে ২০ বার- সকাল-বিকাল

ক

খ

গ

৫। বিছানো গামছা বা চাদর পায়ের আঙ্গুল দিয়ে আস্তে আস্তে উঠিয়ে আনুন-
এভাবে ১০ বার- সকাল-বিকাল

ক

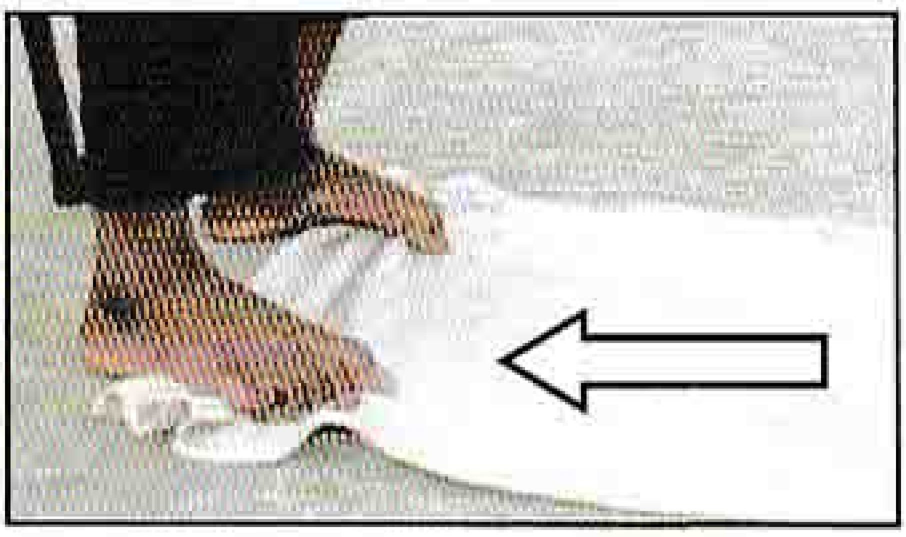

খ

গ

তাৎক্ষণিক আক্রান্ত (Acute attack)

দীর্ঘসূত্রীতার মধ্যে তাৎক্ষণিক আক্রান্ত (Acute attack on chronic)

কিছু কিছু ক্রনিক রোগীর আক্রান্ত অঙ্গে হঠাৎ প্রদাহ হয়ে ঃ

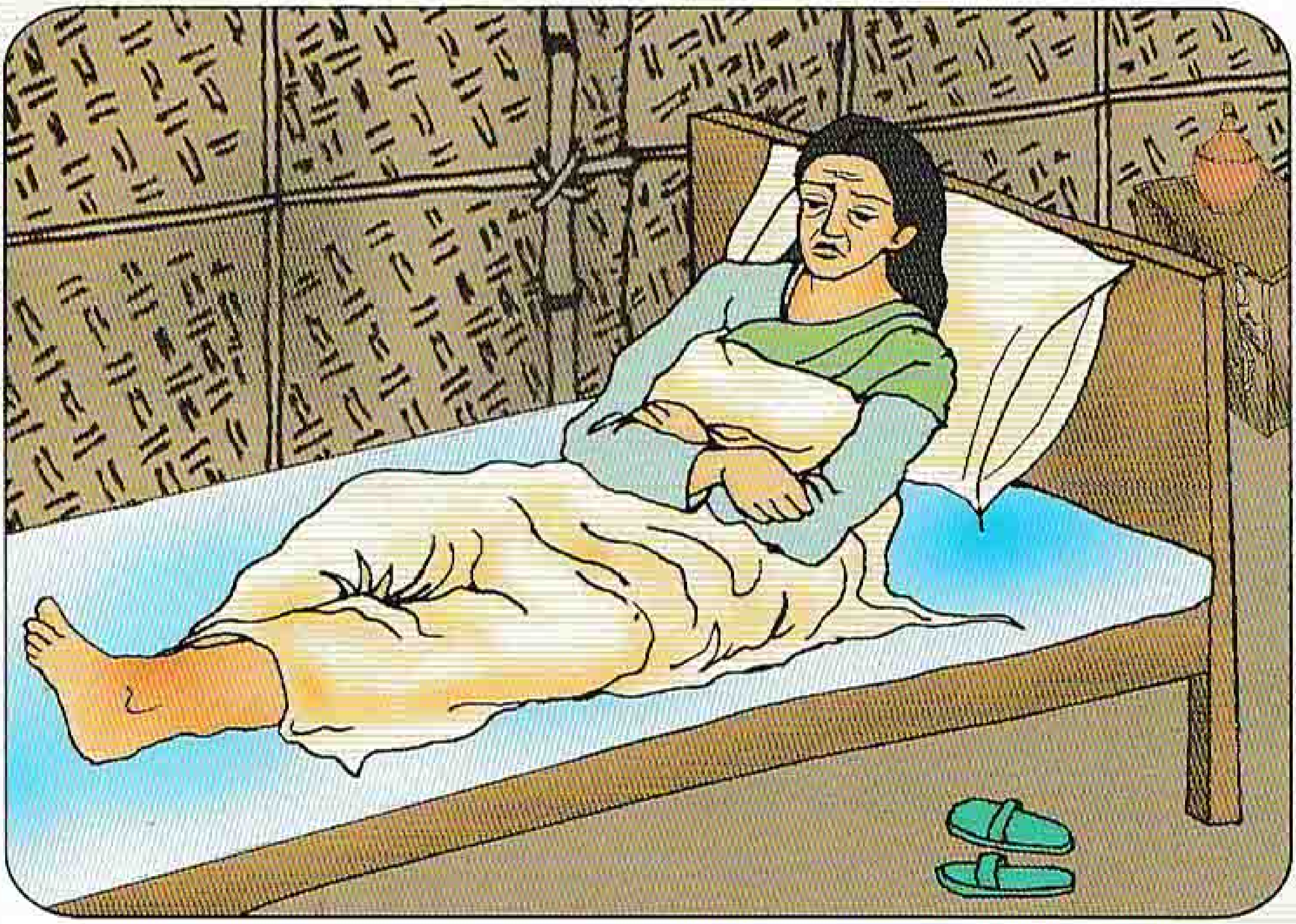

তাৎক্ষণিক আক্রান্ত একজন রোগী

- আক্রান্ত অঙ্গের ফোলা বেড়ে যায়
- বেশী ব্যথা অনুভূত হয়
- আক্রান্ত অঙ্গের ত্বক লাল হয়ে যায়
- জ্বর, মাথা ব্যথা, কাঁপুনি হয়
- বমি বমি ভাব কিংবা বমি হয়

কিভাবে তাৎক্ষণিক আক্রান্ত (Acute attack) রোগীর চিকিৎসা করবেন ?

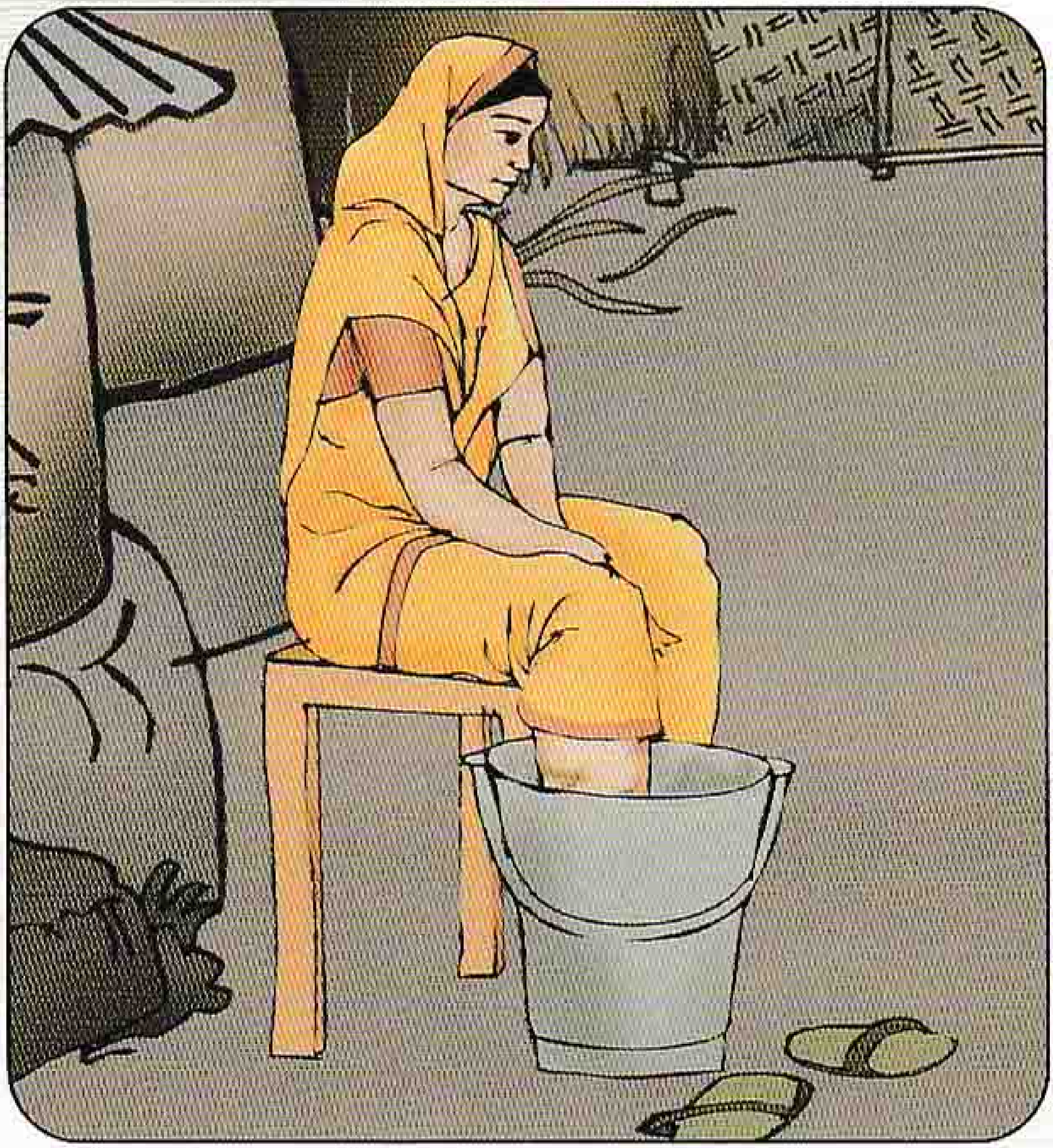

- ঠান্ডা পানিতে পা ভিজিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ ব্যথা না কমে
- বেশী করে পানি পান করতে হবে
- বিশ্রাম নিতে হবে
- চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য কর্মীর পরামর্শক্রমে জ্বর নাশক/ জীবাণু নাশক ওষুধ (এন্টিবায়োটিক) সেবন করতে হবে
- আক্রান্ত স্থানে জীবাণু নাশক ক্রীম লাগাতে হবে।

তাৎক্ষণিক আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ঃ

- ব্যায়াম করা যাবে না
- আক্রান্ত স্থানের ত্বকের উপর কোন প্রকার গরম পানি বা গরম স্যাঁক দেওয়া যাবে না
- লতা-পাতা, ছাই ইত্যাদি আক্রান্ত স্থানে লাগানো যাবে না
- আক্রান্ত অঙ্গে কোন প্রকার টাইট ব্যান্ডেজ দেওয়া যাবে না
- আক্রান্ত অঙ্গের কেটে কোন প্রকার পানি বা রক্ত বের করা যাবে না
- আক্রান্ত অঙ্গের ত্বকের কোন ফোসকা গলানো যাবে না
- রোগীকে নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিক বা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগাযোগ করতে হবে।

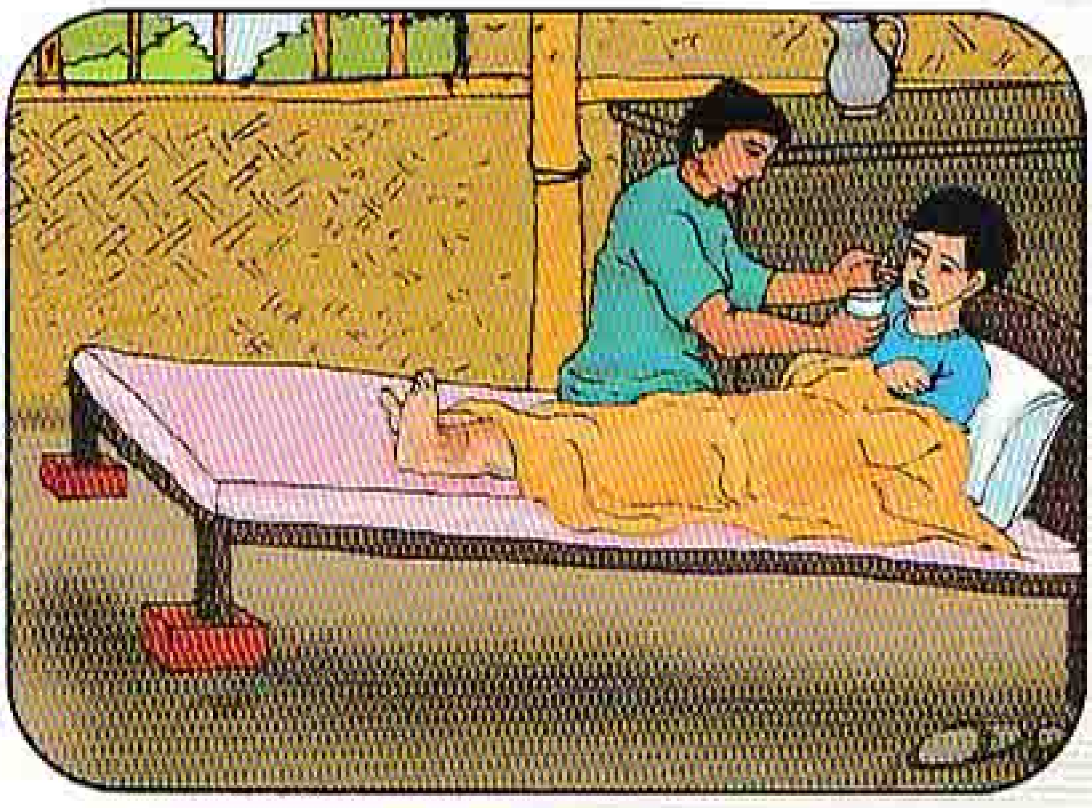

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে হবে

কিভাবে অন্ডকোষ / যৌনাঙ্গ ফোলা রোগীদের চিকিৎসা করবেন ?

- অন্ডকোষ / যৌনাঙ্গের ত্বকে প্রদাহ হলে ফোলা রোগীরা আক্রান্ত অঙ্গ নিয়মিত সাবান দিয়ে পরিস্কার করবে, শুকনো রাখবে ও চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে জীবাণু নাশক/ ছত্রাক নাশক (Antibiotic) মলম লাগাবে।

- অনেক ক্ষেত্রে একই রোগীর হাইড্রোসিল ও হার্নিয়া একসাথে থাকে, তাই চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে হাইড্রোসিল ও হার্নিয়ার বিনামূল্যে অপারেশন করানোর জন্য নিকটস্থ উপজেলা, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকে যোগাযোগ করতে হবে।

অন্ডকোষের ত্বকে প্রদাহ

প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগের জন্য-

ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল ও কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাড়ী নং- ৪০১ (৪র্থ তলা), রোড নং- ২৯ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
ফোন নং- (০২) ৯৮৬২৯৯৪, হট লাইন- ০১৭৮৭ ৬৯১৩৭১
ই-মেইল: dpmfilaria@gmail.com